orca, old friends

স্প্যান span

OLD RAJSHAHI CADETS ASSOCIATION

ত্রৈমাসিক অরকা বুলেটিন, স্প্যান—১০। জানুয়ারী—মার্চ ১৯৮৭, ঢাকা।

শীর্ণ পদ্মার বুকে ছিলোনা কীর্তিনাশার গর্জন, পদ্মাপাড়ের সবুজ চত্বর ছিলো আমাদের সবার প্রাণের গুঞ্জনে মুখর। শিশির ভেজা ঘাসের ডগায় মুক্তোর দানা ছিলো না—উল্লাসে মাতোয়ারা দিন-গুলোতে আত্মহারা হয়েছিলো এক ঝাঁক ঝলমলে সজীব প্রাণ। হাসি আনন্দে মাখা দিন ক'টি কেটে গেল দেখতে দেখতে। তার আমেজ এখনও আমাদের মাঝে। পূর্ণমিলনী '৮৬-র সেই আমেজে মোড়া শুভেচ্ছা দিয়ে স্প্যানের দশম সংখ্যা নিবেদন করছি।

রি-ইউনিয়ন টুকিটাকি

* ঝামেলায় পড়েছিলো সৈয়দ জগলুল আলী (৩/৮১)। পুরো চারটে দিন বেচারাকে এক পোষাকে কাটাতে হয়েছে। কলেজে পৌঁছে আনন্দে আত্মহারা জগলুল আলী বাস থেকে তার ব্যাগটি নামানোর সুযোগ পায়নি (নাকি বেমালুম ভুলে গিয়েছিল?)। পরিণতিতে পোষাক নিয়ে বিড়ম্বনা। 'মুনমুন' পরি-বহনের সহায়তায় সে অবশ্য চাকায় ফিরেছে স্যুটেড বুটেড হয়ে।

* ম্যান মাউন্টেইন অব দ্য রি-ইউনিয়ন টি, এম, সি, (২/৫৮)—বিশেষ করে জুনিয়র ক্যাডেট-দের মাঝে তার জনপ্রিয়তা ছিলো আকাশচুম্বী। সারাক্ষণ তাকে ঘিরে ছিলো ছোট ছেলেদের ভিড়। তার কাঁধে বাদুড় ঝোলা হয়ে ঝুলতে দেখা গেছে অনেক ক্ষুদে ক্যাডেটদের। গ্যালিভার - লিলিপুট প্র্যাকটিক্যাল ডেমোন্স্ট্রেশনে উপভোগ করেছে সবাই।

* রি-ইউনিয়নের সাড়া জাগানো শ্লোগান—'চীজ'।

* অরকা আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উপভোগ্য অনুষ্ঠান উপহার দেবার জনা সহস্র ধন্যবাদ বিদায়ী সাংস্কৃতিক সম্পাদক কামালকে। আমরা সবাই যখন হৈ চৈ নিয়ে ব্যস্ত তখন কামাল অশেষ ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে গেছে অনু-ষ্ঠানটির জন্য। তার ত্যাগ আর শ্রম সার্থক হয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা তার কাজের কথা মনে রাখবো। থ্রি চিয়ার্স ফর কামাল।

* শেষ সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিণতি দুঃখজনক। হঠাৎ অনুষ্ঠানের ইতি টেনে আমরা একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের অনাবিল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

* ক্যাডেটদের কাল্‌চারাল শো উপভোগ্য ছিল। তবে শেষ সন্ধ্যায় তাদের 'ক্রসরোডে ক্রস ফায়ার' নাটকটিকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময়ের স্বল্পতা যদি কারণ হয় তাহলে অনুষ্ঠান পরিকল্পনার আগে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করলে ব্যাপারটা এড়ানো যেতো।

রিভার্স অর্ডার:

আজকাল কলেজে পানিসমেণ্ট নেই বললেই চলে। খুব মারাত্মক অপরাধের জন্য সিনিয়ররা ছোটখাট শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এখনকার ক্যাডেটরা হেড ডাউন, চেয়ার সিটিং, স্পিনিং, সাইডরোল, ফ্রন্টরোল, ক্রলিং, ফ্রগজাম্প ইত্যাদির সাথে পরিচিত নয়, তাই বাঁচা। রিভার্স অর্ডারে তেমন শাস্তি পেতে হয়নি অরকার বুড়োদের। অগত্যা বাধ্য হয়ে প্রাক্তন ক্যাডেটরা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিয়ে অর্ডার রক্ষা করেছিল। অবশ্য বাতগ্রস্থরা L. D. চিট দেখিয়ে রেহাই পেয়ে যায়।

রি-ইউনিয়ন স্যুভেনির:

পূর্ণমিলনী উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়। স্যুভেনিরটির উৎকর্ষতার সকল কৃতিত্ব এনামুল করিম নির্ঝরের (১১/৬১৭)। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এটি। এত অল্প

কর্মক্ষেত্র

* ডঃ মিজানুর রহমান কলি ৪/১৫২) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক আইন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদিয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটি এখন অরকা ভীড়ে ভারাক্রান্ত। তিন-তিনজন জাদরেল অরকা এখন সেখানে পড়িয়ে যচ্ছেন। কলি ছাড়া বাকী দুজন হলেন ডঃ শাহ আলম এবং প্রাক্তন আইনজিবীমাসুদ।
* আমিনুল ইসলাম আপেল (৮/৪১৪) ফিরোজ আহমেদ ৮/৪১৮), হাসান ইকবাল লাভলু (৮/৩৯৯) এবং মনজুর কাদের অপু (৮/৪০৮) সম্প্রতি সেনাবাহিনীর মেজর পদে উন্নীত হয়েছেন। এছাড়া ইমরোজ আহমেদ (১১/৬২৯), গোলাম আম্বিয়া বাদল ১১/ ৫৮৪) এবং ফারুখ হাসান (১১/৬১৯) ক্যাপ্টেন হয়েছেন।
* আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাথলেট সাবির (১০ম ব্যাচ) এখন উত্তরা ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দিয়েছেন।
* ইফতেখার আহমেদ ইতু (১১/৬৩৮) ল, গ্রাজুয়েশন শেষে এখন নবীন আইনজীবি হিসোবে ঢাকা কোর্টে যাতায়াত করছেন।

আমরা নতুন কমক্ষেত্রে সবার সাফল্য কামনা করছি।

আমরা গর্বিত

মীর মাসুদ কবীর অপু, (১৪শ ব্যাচ) মিডল ইস্ট টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য HIGH HONOUR STUDENT সম্মানে ভূষিত হয়েছে। আমরা অপুর সম্মানে গর্ববোধ করছি এবং আশা করছি অপু ভবিষ্যতেও তার অগ্রযাত্রা বজায় রাখবে এবং দেশের ও আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে।

নির্ঝরের চিত্র প্রদর্শনী

একাদশ ব্যাচের শিল্পী এনামুল করিম নির্ঝরের একটি একক চিত্র প্রদর্শনী আগামী ২৯শে জুন, ১৯৮৬ তে হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রদর্শনীতে পোষ্টার, তৈলচিত্র, কোলাজ এবং আলোকচিত্র প্রদর্শিত হবে।

এটি নির্ঝরের তৃতীয় একক প্রদর্শনী। এর আগে রাজশাহীতে ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালে তার প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আমরা নির্ঝরের সাফল্য কামনা করছি।

রি-ইউনিয়ন

আশা করা যাচ্ছে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে একটি রি-ইউনিয়ন করা যেতে পারে। কারণ গতবছর এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে জানা গিয়েছিলো নতুন নিয়ম হয়েছে চার বছরে একবার রি-ইউনিয়ন করা যাবে। সে অনুযায়ী ১৯৮২র শেষ রি-ইউনিয়নের পর এবারই আবার রি-ইউনিয়ন হতে পারে। যোগদানে ইচ্ছুক সবাইকে এবছরের শেষভাগের জন্য তৈরী হতে বলা হচ্ছে।

সংশোধিত সংবিধান

এক সাধারণ সভায় অরকার সংবিধানের 'সংশোধনী ১৮৫ গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ এগারো বছরের অভিজ্ঞতার আলোতে অরকাকে সাংগঠনিক ভাবে আরো শক্তিশালী করার জন্য সংশোধনীটি পেশ করা হয়। নতুন সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি ছাড়াও নিষ্পত্তি এবং উপবেশনের জন্য একটি সিনেট গঠিত হয়। এছাড়া এখন থেকে অরকার সাধারণ সম্পাদক পদটি 'সেক্রেটারী জেনারেল' বলে সম্বোধন করা হবে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ

অরকা সিনেট পরিষদের সদস্যরা হচ্ছেন—

১। আমির হোসেন (১/ ২০) ২। শহীদুল ইসলাম ১/ ৩০) ৩। সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩) ৪। সৈয়দ মুস্তাকুল হক (২/৭০) ৫। মেজর মাহতাব (৩/১২৯) ৬। কামরুল হাসান (৩/১৩৯) ৭। এ এইচ ফুরাদ ৪/১৭৪ ৮। আনওয়ারুল হক (৪/১৪৭) ৯। তানিম হাসান ১/১৮। ১০। আব্দুল হামিদ (১/১)

নবনির্বাচিত অরকা নির্বাহী পরিষদ

প্রেসিডেন্ট	ঃ অধ্যক্ষ র,ক,ক (পদাধিকারে)
ভাইসপ্রেসিডেন্ট	ঃ আব্দুল মুঈদ
মহাসচিব	ঃ মিজানুর রহমান কলি
অতিরিক্ত মহাসচিব	ঃ ওমর ফারুক
কোষাধ্যক্ষ	ঃ ওয়ালিউল মারুফ মতিন দালির
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ মুনীর হাসান চৌধুরী
জন-সংযোগ সম্পাদক	ঃ তৌহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর
বহিঃ সংযোগ সম্পাদক	জুনায়েদ মাসরুর
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল
সমাজ কল্যান সম্পাদক	ঃ রফিকুল হক।
প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ ইউসুফ নিয়াজ।
এছাড়া শ্রেণী প্রতিনিধি	ঃ ১ম ব্যাচ রফিকুল হক
	২য় ব্যাচ আনিস
	৩য় ব্যাচ সাইফুল

৪র্থ ব্যাচ জহিরুল
৫ম ব্যাচ আখতার
৬ষ্ঠ ব্যাচ অনুপস্থিত
৭ম ব্যাচ ফিরোজ
৮ম ব্যাচ অনুপস্থিত
৯ম ব্যাচ হাবিব
১০ম ব্যাচ মোফাজ্জল
১১ম ব্যাচ নজরুল
১২ম ব্যাচ সবুজ
১৩ম ব্যাচ মোকাদ্দেম
১৪ম ব্যাচ মহম্মুল্লাহ
১৫ম ব্যাচ রেদওয়ান

মিজানুর রহমান কলি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার জন্য তার মৌখিক পদত্যাগের ফলে এখন মোফাজ্জল হোসেন টুনু ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসাবে মনোনীত।

* আমরা অরকার নতুন পরিচালকদের সাফল্য কামনা করি।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ফান্ডের অভাবে অরকার কার্যক্রম (স্কলারশীপ/স্প্যান) চালানো দিনকে দিন দুষ্কর হয়ে উঠছে। যে সমস্ত সদস্য এখনও চাঁদা পরিশোধ করেননি অবিলম্বে তাদের সুবিবেচনার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়া প্রবাসী সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আগের মতই এখনও স্কলারশীপ চালু রাখতে সাহায্য করেন। চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
আব্দুলমুঈদ, বি-৮৭, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা—১৭

মহসীন হলে রক্তদান

২৮শে এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলের ৮৪ জন ছাত্র অরকা ক্লাবে রক্ত দিয়েছেন। আমরা রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপচার্য ডাঃ আব্দুল মান্নান।

এছাড়াও ২রা মেতে রেডক্রস কেন্দ্রে অরকা সদস্যদের রক্তদান অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুর গাঁও সমিতির সদস্যদের সহযোগিতায়।

এগারো বার রক্তদান

সম্প্রতি ইফতেখার আহমেদ ইতু (১১/৬৩৮) এগারতম বার রক্তদান করে এক অসামান্য রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই মানবতা বোধের জন্য আমরা ইতুকে জানাই অভিনন্দন।

সম্প্রতি অনেকেই প্রস্তাব করেছেন কুড়ি হলে জীবন থাকাতেই ইতুকে 'আজীবন সদস্যপদ দেয়া যেতে পারে!]

কলেজ সংবাদ

নতুন প্রতিযোগিতা ঃ গান

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যোগ হয়েছে নতুন বিষয় -'গান'। দারুন আলোড়ন তুলেছিলো প্রথম গান গাইবার প্রতিযোগিতায়। গায়ক শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে যুগপৎ দুজন —খালিদ হাউসের কবীর আর কাশিম হাউসের লিভন। বোধ হচ্ছে অরকার গায়কের আকাল দূর হবে অচিরেই

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ প্রতিযোগিতা হয়নি

এবার ICCM [আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা] হয়নি। শোনা যাচ্ছে। ICCSM (স্পোর্টস মিট) ও এবার হবে না আমরা ছাত্ররা এমন একটা জমজমাট প্রতিযোগিতার অপমৃত্যুর সংবাদে মর্মাহত। নিয়মিতভাবে ক্যাডেটদের সাংস্কৃতিক এবং খেলাধুলার চলতি মানটা যাচাই করে নেবারমত এমন তুখোড় লড়াই আর কতটাই বা হয়। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বর্তমান অসুবিধাগুলো ভেবে চিন্তে কাটিয়ে উঠে একে আবার চাঙ্গা করে তোলা কি অসম্ভব ?

নতুন শিক্ষক

এই বছর আরো চারজন শিক্ষক কলেজ যোগ দিয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন সর্বজনাথ হেদায়েতুন নবী, মাহফুজুর রহমান, মুস্তাফিজুর রহমান এবং সিরাজুল ইসলাম। আমরা তাদের সাফল্য কামনা করছি।

জনাব খাদেমুল হক অসুস্থ

কয়েকবছর আগে ঘটে যাওয়া মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকেই খাদেমুল হক স্যার ঘন ঘন অসুস্থতার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা স্যারের আসু রোগমুক্তি কামনা করছি।

বিয়ে

* একাদশ ব্যাচের এনামুল করিম নির্ঝর (১১/৬১৭) তার সহপাঠিনী সুলতানা জাকিয়া (রীতা) কে বিয়ে করেছে। বর কনে দুজনেই স্থাপত্যকলার শিক্ষার্থী। অবশ্য নির্ঝরই একাদশ ব্যাচের প্রথম নয়-চুপিসারে এ ব্যাপারে আগেই প্রথম স্থান নিয়ে নিয়েছে আব্দুর রউফ লিটন (১১/৬৩৪)।
* এদিকে অরকার প্রাক্তন হিসাব রক্ষক তামীম পাশ করে অন্নসংস্থান করবার পরই চট্‌জলদি গৃহিনী সংস্থানও করে ফেলেছেন।
* ক্লান্তিক খামারের আজিজুল হক মিন্টু শংকিত ছিলেন কাজই স্বর্গ কাজই ধর্ম মানবে এমন স্ত্রী পাওয়া যাবে

কিনা এইভেবে। সম্প্রতি তার চিন্তার অবসান হয়েছে। মিন্টু সহকর্মীনিকে সহধর্মিনী করে অগ্যতা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। নবীন দম্পতিটি বাংলাদেশ তরুণ সংঘ নামের এক বিশাল সমাজ কল্যান প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ কর্মী।

* সাম্প্রতিক কালের প্রেমিক জুটি রায়হান কবীর (১৩ শ ব্যাচ) ও শায়লা মমতাজ গত ৩০শে জানুয়ারী প্রেমের শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন। রায়হান এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে। শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই শায়লাও রাজশাহী থেকে রাশিয়ায় পাড়ি জমাবে।

* এছাড়াও জানা গেছে নতুন দম্পতিদের তালিকায় আরো আছেন আব্দুর মারুফ (৮ম ব্যাচ) এবং মেজর ফিরোজ আহমেদ (৮ম ব্যাচ)।

* বিয়ের সর্বশেষ খবর। দশম ব্যাচের খোকন ভাইকে মনে আছে ? ঐ যে খুব ভাল গান গাইতেন। সম্প্রতি উনার লেজটিও কাটা গেছে। স্থাপত্যের ব্যাচেলর ডিগ্রী হাতে পেয়েই তিনি সংগোপনে শুভকাজটি সেরে ফেলেছেন। তবে একটি ব্যাপার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বিয়ে করার পরই তারা গা ঢাকা দিয়েছেন। যে কারনে শতচেষ্টাতেও নববধূর নামটি উদ্ধার করা গেল না। আর হ্যাঁ, এটাও কিন্তু দীর্ঘ প্রেমের ফলাফল।

আমরা সমস্ত নবদম্পতিদের সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছি।

ওয়েটিং লিষ্ট

খবর পাওয়া গেছে কিছু ডুব সাতারু এখন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। খবরগুলো দেয়াল নিজের কানে শুনেছে, কাজেই ..

* প্রেম কোন বাধা মানে না। এমনকি ধর্মঘটও না। দেয়াল জানাচ্ছে বিরহকাতর লেঃ ফতেউল ইসলাম আলালকে (১৪ শ ব্যাচ) নাকি বাস ধর্মঘটও রুখতে পারেনি। দুরন্ত ট্রাকের ছাদেই মরিয়া প্রেমিকপ্রবর পটুয়াখালী ঘুরে এসেছে।

* জানা গেছে হামিদভাই পার হয়ে যাবার পর মেজর হাফিজ (৬/৩০৪) আর বেশীদিন টপকার্ড হয়ে ঝুলে থাকতে মোটেও ইচ্ছুক নন। দেয়াল বলছে সব কিছু প্রায় ঠিক্ ঠাক্ এখন শুধু 'আফটার ডিনার' এনাউন্সমেন্ট। সুতরাং চোর পালাবার আগেই সাধু সাবধান।

* (বীমাকৃত) প্রেমের হোল্ডার এবং প্রেমসূত্রে শিল্পী সেলিম রেজা (১২/৬৫২)সংগত কারণেই একজন সুখী মানুষ। সম্প্রতি তার ওজন হঠাৎ ২৫ পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল ! এদিকে দেয়াল নাকি শুনেছে তুলি তাকে 'শুকনা পাতলা' বলাতেই ঘটনাটা এত গুরুভার রূপ নেয়। অবশ্য সাম্প্রতিক পরীক্ষার শুরু হতেই সেলিমরেজা পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে।

বুদ্ধিমান হোন !

এই 'স্প্যান' এর গর্বিত পিতারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। এবারে জন্মবার চারের কোঠায়। অবশ্য চিন্তিত হবার কারণ নেই। এবারের দম্পতিরা এখনও সবাই বুদ্ধিমান। এঁরা হচ্ছেন স্থপতি সেলিম (২য় ব্যাচ), ডঃ সালাউদ্দীন (২য় ব্যাচ) সৈয়দ মুসতাকুল হক (২য় ব্যাচ) এবং হাবিব রইসউদ্দীন (৮ ব্যাচ)। হাবিব রইসউদ্দীন তার ছেলের নাম রেখেছেন হাবিব মহিউদ্দীন শুভো। জহিরউদ্দীন অপু (৬ষ্ট ব্যাচ) একটি কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন।

আমরা নবজাতক এবং তাদের পিতামাতার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য (রইসউদ্দীনের সুস্বাস্থ্য ছাড়া !) কামনা করছি। (আর হ্যাঁ, আরো আশা করছি তারা ভবিষ্যতে বুদ্ধিমান থাকতে থাকবেন)

আড্ডা

৮/১৬ মোহাম্মদপুর থেকে বিতাড়িত অরকার নতুন ঘাঁটি এখন এ্যালিফেন্ট রোডে সেঞ্চুরী ফ্যাব্রিক্সের চারতলায়। প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে বিকালবেলা এখানে নিয়মিত আড্ডা বসছে। ঐ দিনটিতে এখানে ঢু মারলে অনায়াসে সন্ধান মিলতে পারে দু'একজন পুরোনো মুখের। আড্ডা এখন অরকার নতুন পরোনো কাজ কর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা প্লান করবার উৎসস্থল হয়ে গেছে। অরকার সব সদস্য এই আড্ডায় আমন্ত্রিত। চমৎকার– আড্ডাখানাটি ধরেদেবার জন্য আমরা মুঈদভাইয়ের 'নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক মহান বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ।

চাকুরী চাই

একাদশ ব্যাচের একদল তরতাজা সদস্য সদ্য পাশ করে বেরুলো। এরা হচ্ছেঃ দালিব (১১/৫৯২) ইকনমিক্স, ইতু (১১/৬৩৮) আইন, আলমগীর ১১/৫৮০) লোক প্রশাসন, জুনাইদ ১১/৬২৭) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আহমেদ আলী (১১/৬৭৫) বি, কম সাইফুর ব্যাবস্থাপনা এছাড়া সদ্যস্নাতক প্রকৌশলীরা হচ্ছে বাশার (১১/৬৩৬) যন্ত্র, নজরুল (১১/৬৩৯) পুর, খালেদ (১১/৬২৫) পুর, মামুন ১১/৬৪২) তড়িৎ, হাবিবুল্লাহ (১১/৫৮৭) পুর, চাকুরীদাতারা সরাসরি অথবা মুঈদভাইয়ের মাধ্যমে এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সম্পাদক ঃ জাভেদ ইকবাল

অংগসজ্জায় ঃ এনামুল করিম নির্ঝর

সহযোগিতায় ঃ রীতা রহমান, ওয়ালিউল মারুফ মতনি রফিক, রেজোয়ান ঃ আবু হেনা মুস্তাফা কামাল

মুদ্রন ঃ সিসটেম, ঢাকা।